দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 3 OCT 200
পৃষ্ঠা ৮৬ কলাম ১

খাতা বদল ঃ নকলের নতুন কৌশল

পরীক্ষায় নকল করার নতুন একটি কৌশল বা পদ্ধতি উদঘাটিত হয়েছে প্রচলিত নিয়মে পরীক্ষার হলে বসে নকল করার ঝুঁকি নেয়ার পরিবর্তে রাজশাহী কলেজের ৯৮ জন ডিগ্রী পরীক্ষার্থী এ বছর তাদের সকল খাতাই বদল করে নিয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিটি বিষয়ে লিখিত উত্তরসহ খাতা বাইরে থেকে সরবরাহ করা হয়েছে এবং পরীক্ষার্থীদের পক্ষে সে খাতাগুলো জমা দেয়া হয়েছে। এভাবে ঐ ৯৮ জন ডিগ্রী পরীক্ষায় পাসও করেছে। নকলের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়েছিল যে, ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত বিষয়টি ধরা পড়েনি। হয়তো পড়তোও না, কিন্তু এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে দু'জনমাত্র অকৃতকার্য ছাত্রের একজন। তার অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত করতে গিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নকলের নতুন কৌশল জানতে পেরেছে। এ তথ্যও উত্থাপিত হয়েছে যে, শুধু রাজশাহী কলেজে নয়, নগরীর অন্য কয়েকটি কলেজেও একইভাবে খাতা বদলের নতুন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে এবং এই কৌশল অবলম্বনকারীদের অনেকে পাসও করে গেছে।

চাঞ্চল্যকর এসব তথ্য জানিয়েছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। গত সোমবার শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে ভিসি আরো জানিয়েছেন, ডিগ্রী পরীক্ষার সময় রাজশাহী কলেজে অত্যন্ত শক্তিশালী ভিজিলেন্স টীম পাঠানো হয়েছিল এবং পরীক্ষা শেষে ঐ টীম রিপোর্ট দিয়েছিল যে, পরীক্ষা নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এমনকি পরীক্ষার হলে কোনো পরীক্ষার্থীকে ঘাড় পর্যন্ত ফেরাতে দেয়া হয়নি। অন্যদিকে ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর জানা গেছে, সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিস্ময়কর তথ্য। তদন্তে প্রমাণিতও হয়েছে যে, যারা পাস করেছে তাদের কোনো একজনই নিজে খাতায় লেখেনি। তাদের নামে শুধু লিখিত খাতা জমা দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, খাতা বদলের এই কৌশলকে প্রতিহত না করা গেলে দেশের শিক্ষার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। এদিকে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, রাজধানী ঢাকাসহ অন্য অনেক স্থানেও খাতা বদলের ঘটনা ঘটেছে বলে আশংকা করা হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, নকলের এই নতুন কৌশল বা পদ্ধতি যে কোনো মূল্যায়নে অত্যন্ত আশংকাজনক এবং জাতীয় শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে ভয়াবহ পরিণতির ইঙ্গিতবাহী। বড়কথা, এমন এক সময়ে কৌশল সম্পর্কিত তথ্য উদঘাটিত হয়েছে, জোট সরকার যখন সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দেশ থেকে নকল নির্মূল করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং ইতোমধ্যে অনেকাংশে সাফল্যও অর্জন করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির প্রদত্ত বক্তব্যের পাশাপাশি প্রকাশিত খবরের পর্যালোচনায় দেখা যাবে, পরীক্ষার হলে নয়, খাতা বদল করা হয়েছে সম্ভবত কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়ার সময়। কেননা, খবরে জানা গেছে, পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরপর দ্রুত জমা দেয়ার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও প্রায় সকল স্থানেই যথেষ্ট সময় নিয়ে জমা দেয়া হয়েছে। খোদ রাজধানী ঢাকাতেও গভীর রাতে কিংবা পরদিন খাতা জমা দেয়ার খবর পাওয়া গেছে। সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, মধ্যবর্তী সময়ে প্রকৃত খাতা সরিয়ে তার পরিবর্তে নকল খাতা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ, পরীক্ষার হলে একসঙ্গে এত বেশীসংখ্যক খাতা বদল করা সহজে সম্ভব হওয়ার কথা নয়। আর এতবড় অপরাধ সংঘটিত করা যে দু'চারজন ছাত্র বা তাদের সহযোগীদের পক্ষে সম্ভব নয়, সেকথা নিশ্চয়ই উল্লেখের প্রয়োজন পড়ে না। অর্থাৎ, এর পেছনে অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুসংগঠিত কোনো চক্র তৎপর রয়েছে, যে চক্রের সদস্যরা কলেজ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করে।

আমরা মনে করি, খাতা বদলের মতো একটি মারাত্মক কৌশলকে হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই এবং এ ব্যাপারে কঠোর ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নেয়া দরকার। অনতিবিলম্বে এই পদক্ষেপ না নেয়া হলে সারাদেশে এর সকল পর্যায়ের পরীক্ষায় কৌশলটি অবলম্বন করা হবে, যার পরিণতিতে জাতীয় শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সর্বাত্মকভাবে। আমরা মনে করি, প্রথমে দরকার বর্ণিত চক্রের অনুসন্ধান করা, চক্রে জড়িতদের চিহ্নিত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া। একযোগে বিলম্বে খাতা জমা দেয়া ধরনের অবহেলাও বন্ধ করতে হবে। এমন আয়োজনও নিশ্চিত করতে হবে, যাতে প্রশ্নপত্র বা খাতা বাইরে যেতে না পারে এবং কারো পক্ষেই পরীক্ষায় নকল খাতা তৈরী করা সম্ভব না হয়। সেই সাথে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে কৌশল অবলম্বনকারী পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে এবং এই ব্যবস্থা অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক হতে হবে। আমরা আশা করতে চাই, সরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি সকল বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যুক্ত করে সমন্বিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে অগ্রসর হবে, যাতে দেশের কোনো পর্যায়ের কোনো পরীক্ষাতেই নকল করা সম্ভব না হয়।